**আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৪ তম জাতীয় সমাবেশ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর, বুধবার, ৩০ মাঘ ১৪২০, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনীর প্রধানগণ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক,

আনসার ও ভিডিপি ভাই-বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৪ তম জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

একটি মনোমুগ্ধকর প্যারেড প্রদর্শন করার জন্য আমি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আজ যাঁরা পদক পাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। গত বছর থেকে আমরা এ পদক প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি।

ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, শফিকসহ সকল ভাষা শহীদকে। বিশেষভাবে স্মরণ করছি ভাষা শহীদ আব্দুল জববারকে যিনি আনসার কমান্ডার ছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য শহীদ হন। আমি তাঁদেরকেও স্মরণ করছি।

আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মোঃ কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

সুধিমন্ডলী,

আজ থেকে ৭৬ বৎসর আগে এই দিনে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্পৃক্ততা ছিল। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় এবং ৬২ সালে আওয়ামী লীগের ১১ দফায় আনসারকে মিলিশিয়া বাহিনীতে পরিণত করার অঙ্গীকার ছিল। ১৯৭১ সালে জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর সদস্যরাও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের কাছে রক্ষিত ৪০ হাজার অস্ত্র মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে বিতরণ করে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান করে। তারপর থেকে বিভিন্ন বাহিনীর সহায়তাকরণে এই বাহিনী অবদান রেখে যাচ্ছে।

বিএনপি-জামাত-শিবিরের জঙ্গী-সন্ত্রাসীগোষ্ঠী আন্দোলনের নামে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর নজির বিহীন ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতা চালায়। তাদের নির্মম লক্ষ্যস্ত্ততে পরিণত হয়েছিল ট্রেন ও রেললাইন। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী রেলের নাশকতা রোধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনেও আনসার বাহিনী অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

রেলগাড়ী ও রেললাইন রক্ষায় এ বাহিনীর ২ জন সদস্য নিহত ও তিন জন সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময়ও একজন সদস্য নিহত এবং ২০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রিয় আনসার ভিডিপি সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই আনসার বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করেছে। '৯৬ এর সরকারের সময় আমি আপনাদেরকে জাতীয় পতাকা প্রদান করি। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি ১৫ বছর পূর্ণ হলে তা স্থায়ী করি। পর্যায়ক্রমে চাকুরি স্থায়ী হওয়ার মেয়াদ ৯ বছরে নামিয়ে আনি।

ইতোমধ্যে ১৩ হাজার ৯৭ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে। তাদেরকে মূল বেতনের ৩০% হারে ঝুঁকি ভাতা ও মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উৎসব ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। টাইম স্কেল, বিশেষ বিবেচনায় ২টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও রেশন ভাতা ৫০ থেকে ৮০ টাকায় উন্নীত করেছি। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫ লাখ ও গুরুতর আহত হলে ১ লাখ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছি। ব্যাটালিয়ন আনসারদের পারিবারিক রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে অস্থায়ী আনসার সদস্যদের কোন মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের বিধান ছিল না। আমি অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার, হিল আনসার, অঙ্গীভূত আনসার সবার জন্যই মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের অনুমোদন দিয়েছি। ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যদেরকে ৭ দশমিক ৬২ সেন্টিমিটার অটোমেটিক রাইফেল প্রদান করা হয়েছে। আমি আশা করি, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা এখন সকল বাহিনীর সাথে তাল মিলিয়ে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ বাহিনীর কমান্ড কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আনসার বাহিনীতে পদোন্নতি প্রদানের পাশাপাশি আমরা পিসি, এপিসি সদস্যদের র‌্যাংক ও ব্যাজে সমতা এনেছি। গত বছর আমরা এ বাহিনীতে আরও ৬৭২ জন মহিলা আনসারের পদ সৃষ্টি করেছি। এসকল পদে মহিলা আনসারদের পদায়ন করা হয়েছে - যা এ বাহিনীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা মহিলা থানা প্রশিক্ষকের চাকুরি স্থায়ী করেছি।

সাধারণ আনসার ও ভিডিপি'র পোষাককে আমরা যুগোপযোগী করেছি। সৌন্দর্য বেড়েছে।

প্রিয় আনসার ভিডিপি বাহিনীর সদস্যগণ,

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণ ১ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২ সপ্তাহ করা হয়েছে। সাধারণ আনসারের প্রশিক্ষণ ৬ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শারীরিক চর্চার অংশ হিসাবে মার্শাল আর্ট ব্যুত্থান এবং অগ্নিশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অফিসারদের জন্য ‘সিকিউরিটি সার্ভে কোর্স' পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষায়িত ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার জন্য ‘সিকিউরিটি ও প্রটেকশন কোর্স' চালু করা হয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সর্বদাই সাফল্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে। পর পর চারবার বাংলাদেশ গেমসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জনের জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ক্রীড়াক্ষেত্রে আপনাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার সর্বদাই আপনাদের পাশে আছে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন গত মেয়াদে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন দেশে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা ছিল। আমরা বিএনপি-জামাত জোটের সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছি। দারিদ্র্য ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ১ হাজার ৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। রপ্তানি আয় দ্বিগুণ বেড়ে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বেড়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে। নারী ও শিশুমৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা।

তৃতীয়বারের মত দেশের জনগণ আমাদের সরকার পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেছে। আমরা দেশ ও জনগণের কল্যাণে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসকে আমরা কঠোর হস্তে দমন করেছি। গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি, বিএনপি-জামাত-শিবির ও তাদের দোসররা দেশকে আর যাতে অস্থিতিশীল করতে না পারে সেদিকে আনসারসহ প্রতিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালন করবেন। সাহস নিয়ে কাজ করবেন। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতি সুশীল আচরণ করবেন। সমাজের অসহায় মানুষ বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল হবেন।

সুধিবৃন্দ,

দেশের কল্যাণে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দেশ ও জাতির কল্যাণে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আরও নিবেদিতভাবে কাজ করে যাবে - এ প্রত্যাশা করছি। সকলে মিলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা বিশ্বদরবারে আরও মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরবো। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব - এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৪ তম জাতীয় সমাবেশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।